অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম

কন্যা-জায়া-জননী

উপাসিকারত্না রানু চৌধুরীর

(অভিজিৎ চৌধুরীর মাতা) প্রয়াণ

‘লোকনীতি গাথায়‘ সহধর্মিণী কর্মকান্ড অধ্যায়ে ১৩ নং গাথাটি প্রতীকী অর্থে পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত

বড় বৌদিদির জন্য সাযুজ্যঃ

‘ ভোজনে মণ্ডনে, মাতৃসমা আদরিণী,

গুপ্তস্হানে লজ্জাশীলা যেমন ভগিনী,

কার্যকালে দেবীতুল্য করম কারিণী,

ভয়কালে মন্ত্রীসমা শয়নে মোদিনী,

ক্ষমাশীলা যেই নারী সুন্দর কারিণী,

সেই নারী শ্রেষ্ঠা বলে পণ্ডিতের বাণী,

দেহান্তে সে নারী হবে স্বর্গবাসিনী।‘

মর্ত্য মানুষের ভীড়ে পরিণত কালে ১৪ ই জুলাই, ২০২১ খৃঃ রানু চৌধুরী চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক বার্ধ্যক্য জনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তেষ্ঠিক্রয়া সেদিনই পারিবারিক শ্মশানে দাহ করা হয়। যিনি কর্মপ্রবাহে

নজরটিলা বিত্তবিভব হাতি কোম্পানী স্বর্গবাসী সুধীর মুৎসুদ্দি ও ধীরবালা মুৎসুদ্দির কন্যা।

আত্মাভিমানী ও প্রচার বিমুখী পরিবারের আগামী প্রজন্মের জন্য দু'চারটা তথ্য সংযোজিত।

১. প্রয়াতের রানু চৌধুরীর স্বামী শ্রী শীলভদ্র চৌধুরী ছিলেন,

প্রায় সার্ধদ্বিশত বর্ষপূর্বে সমাজ ও গ্রামে প্রথম আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এল এম পি ডাঃ রমেশ চৌধুরীর জৈষ্ঠ্যপুত্র প্রথম আইনজীবী শৈলেশ্বর চৌধুরী বি এ, বি এল, এর প্রথমপুত্র। তাঁদের সংসারে অভিজিৎ চৌধুরী, রুবি, রুজি ডেজি ও প্রসেনজিৎ (তার স্ত্রী মহিলা কমিশনার) ও হীরু (বিদুৎ উন্নয়ন বোর্ডে)। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি মহামুনি পাহাড়তলি মন্দির (বিহার) ও মহানন্দ সঙঘরাজ বিহারের নিবিষ্ট দায়িত্বশীল দায়িকা। তিনি সদ্ধর্মপরায়ণ, সম্প্রীতি ও সৌহৃদ্যপূর্ণ জননী। অতিমারীতে তাঁর লিখিত ২৮.১১.২০২০ বয়ান

প্রাসঙ্গিক

' আমি রানু চৌধুরী যেন সৎপথে স্বর্গগামী হই। সবাই আমাকে আশীর্বাদ করিবেন। সবাইকে আমিও আশীর্বাদ করি যাতে সবাই সুখে থাকেন (মৈত্রী পূর্ণ করুণা)।আমার যদি কোন ভূল হয় তাহলে মাফ করে দিবেন। এটা হলো রমেশ ডাক্তারের বাড়ী। বড় ছেলে উকিল শৈলেশ্বর চৌধুরী বিএ

বিএল; মেঝ ভাই ডাঃ অমিয় চৌধুরী এল এম এফ যিনি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে শহীদ হন মংডুর অনতিদূরে। যা' দু বছর পর খবরের কাগজে ছাপানো হয়। সেজ ভাই বিপ্লবী প্রথম সম্প্রদায়ের সাংবাদিক বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এবং চতুর্থ সন্তান পীযুষ চৌধুরী, তিনি বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতে প্রয়াত হন। আমার শ্বশুরেরা হলেন 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' প্রণেতা স্কুল ইনস্পেকটর বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি'র ভাগ্নে। স্বর্গীয় ডাক্তার রমেশ চৌধুরীর সৌভাগ্যবশতঃ প্রথম নাতিবউ, আমি রানু চৌধুরী।

আমি প্রখ্যাত ডাঃ সামন্ত ভদ্র মুৎসুদ্দির বোন।' .... তিনি আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসী অনেকের কথা কৃতজ্ঞতায় উল্লেখ করেছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত লেখনীতে শেখ পাড়ার বেলাল চৌধুরী বৌ আমাকে ধর্মত বোন ডেকেছে। কামাল সাত্তার ও শাহ আলমের মা উনারা ও আমার পরোপকারী। '

চিরবিদায়ী বড়বৌদি একাডেমিক ডিগ্রিধারী না হলে ও প্রগতিশীল চিন্তাও মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে একজন স্বশিক্ষিত সংবেদনশীল উদার গৃহিণী। নিছক গৃহবধু নয়, গৃহদেবী ও বটে। তাঁর জীবন সঙ্গী শীলভদ্র বা মণি চৌধুরী, সন্তান অভিজিৎ এবং তাঁর শ্বশুর আদি আইনজীবী শৈলেশ্বর চৌধুরীর কতিপয় কীর্তি উল্লেখ্যঃ (ফেবু বন্ধুদের ধৈর্য্য চ্যুতি না ঘটিয়ে)

২. সদাপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্হবির বনভান্তে তিন তিনবার (১৯৭৭, ১৯৮২ এবং ১৯৮৬খৃঃ) মহামুনি গ্রামে ধর্মদান করেন,

তখন দ্বিতীয় বার মণি চৌধুরী ও রানু চৌধুরী স্বগৃহে পিন্ডদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। উপসঙ্ঘরাজ জিনবংশ মহাস্হবিরের ও তিনি, (মণি চৌধুরী) একান্ত ভক্ত ও পূজারী ছিলেন। তাঁর ভগ্নিপতি 'নটীর পূজার' পালি অনুবাদক, 'বেলা শেষের গান ও কবিতা 'রচয়িতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দি(১৯৩৬-১৯৪০), যিনি

প্রয়াতের ননদের স্বামী।

৩. প্রয়াতের জেষ্ঠ্য সন্তান অভিজিৎ চৌধুরী ভারতে একজন বিদেশী বিনিয়োগকারী, যিনি বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার গভর্ণিং বডির সক্রিয় সদস্য, শান্তিনিকেতনে আম্বেদকর বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি, অল ইন্ডিয়া বুড্ডিস্ট মিশন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিহারে নিঃস্বার্থ দাতা, যিনি

ক. ২০১২ আসামে ডিব্রুগড়ে বিশাল কালজয়ী 'বড়ুয়া সম্মেলন' এবং খ. ২০২০ সালে শান্তি নিকেতন, পশ্চিম বঙ্গে ' নব প্রজন্ম নব প্রত্যাশাঃ নূতন পথের সন্ধানে' থীম নিয়ে বৌদ্ধ যুব উৎসবের একমাত্র পৃষ্ঠপোষকতাকারী। অনুষ্ঠানদ্বয়ের স্মরণিকা দুটি এবং পূর্বাপর বিষয় গুরত্বপূর্ণ।

৪. কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্হবির প্রতিষ্ঠিত ‘বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার ‘ ১৯৯২ সালে প্রতিষ্টিত মেমোরেন্ডাম এন্ড রুলস এন্ড রেগুলেশনের ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯২৩ সালে সংশোধনী রেজিষ্ট্রেশনে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ বি এম বড়ুয়ার সাথে উকিল শৈলেশ্বর চৌধুরী মহোদয় বিএ বি এল

গর্ভনিং বডির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রুপে নগেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয় সহ দূরদর্শী আইনগত পদক্ষেপ (১৯২৪-১৯২৫) গ্রহণ করেন।

* তারই ধারাবাহিকতায় তাঁর অনুজ ডাঃ অমিয় কান্তি চৌধুরী ব্যারিষ্টার ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে ও ডাঃ শ্রী শান্ত কুমার চৌধুরীর সাথে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন) গর্ভনিং বডির সদস্য (১৯৩৫-১৯৩৮) নিযুক্ত হন।

৫. সারনাথ মূলগন্ধকূটি বিহার দ্বারোদঘাটনে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমাগমের পক্ষে সঙঘনায়ক পণ্ডিত অগ্রসার মহাস্হবির, অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্হবির প্রমুখ উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, অতুল চন্দ্র বড়ুয়া ও শৈলেশ্বর চৌধুরী প্রমুখ অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তথায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সস্ত্রীক সহ অনেক বিশ্ব বরেণ্য বুদ্ধপুত্র ও নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬. প্রবারণান্তোর ‘বৌদ্ধ সঙঘ সন্মিলনী‘ প্রতিষ্ঠান হতে মৈত্রী বিহার নামে ১৯৩০ এর মধ্যে দশকে মহামুনি মহানন্দ বিহার হতে প্রখ্যাত আইনজীবী নাট্য কবি, কিরণ বিকাশ মুচ্ছদ্দী ও তাঁর সুহৃদ উকিল শৈলেশ্বর চৌধুরী দক্ষিণ ও উত্তর চট্টগ্রামে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মিশনারী ধর্ম জাগরণ, সংস্কার ও প্রচারে সক্রিয় ছিলেন, যা প্রথম জনের প্রবন্ধে বিধৃত।

৭. ভগীরথ নগরে ১৯৩৮ ইং সঙঘনায়ক অগ্রসার মহাস্হবিরের জন্মজয়ন্তী ও ঐতিহাসিক বৌদ্ধ সন্মলনে সাধারণ সম্পাদক উমেশ চন্দ্র মুচ্ছদ্দীর সনে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন আইনজীবী শৈলেশ্বর চৌধুরী।

৮. চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ তৃতীয় সংঘরাজ জ্ঞানালংকার বা লালমোহন মহাস্হবির উল্লেখ করেন , ‘৩য় পৃঃ ‘ চট্টগ্রামের কোঞ্চধামাই নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি কোন ধর্ম কর্ম করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, পাহাড়তলী গ্রামের অন্যতম ভূম্যধিকারী ঁ শ্রী বালা চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে এই মহামুনি মন্দির নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি সানন্দে এই পরামর্শ গ্রহণ করেন, এবং ১৮১৩ খৃঃ এই পাকা মন্দির নির্মাণ করেন।‘

শ্রী বালা চৌধুরী হচ্ছেন আলোচ্য ডাঃ রমেশ চৌধুরীর পূর্বসুরী।

৯. ইতালির বৌদ্ধ পন্ডিত শ্রী লোকনাথ ভিক্ষু যখন সদ্ধর্ম প্রসার-প্রচারে পদব্রজে চট্টগ্রাম আগমন করেন, তখন সফরসঙ্গী ও দোভাষী হিসাবে শৈলেশ্বর চৌধুরী মহোদয় বাংলায় বিশাল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সম্মেলনে (সদরঘাট কালিবাড়ী) তর্জমা করেন।

১০. উল্লেখ্য, প্রয়াতের শ্বশুর, কাকা শ্বশুর সকলেই ছাত্র ও কর্ম জীবনে সরাসরি বিট্রিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত ছিলেন, যা সাংবাদিক বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর আমার কথায় বর্ণিত।

উপসংহারে, তিনি বিগত কয়েক বছর ধরে

বলতেন, ‘দাদা আপনি আমাকে একটু করে শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে দেন, আমি শুধু সন্মান ও গারবতা প্রদর্শন করবো আমার কিছু চাওয়া পাওয়া নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা আমার মানসপটে বিশাল কীর্তির বাতিঘর।‘ বার বার আন্তরিকতা ও আগ্রহে আমি

তখোন ২০২০ সালে মার্চে আমি বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাষ্টের সন্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সুপ্তভূষণ বড়ুয়াকে অনুরোধ ও ফোন ধরিয়ে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করি।

সুপ্ত বাবুর কথামতো বুদ্ধ পূর্ণিমায় ২০২০ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাক্ষাৎ এর জন্য পুত্র বধু মুন্না বড়ুয়ার নাম সহ তাঁর নাম এস এম এস করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ করোনার কারণে বিগত দু'বছর অনুষ্ঠানদ্বয় আয়োজিত হয়নি।

পূজনীয়া বৌদির মন, বুক ও মুখের প্রফুল্ল চিত্তের নিভৃত অকুণ্ঠমনে স্নেহময় আদর ভালোবাসা অপরিমেয়, যথাযোগ্য সন্মান ও লাভ করেছি। কিন্ত, বিধি বাম, কথা রাখতে পারিনি, উনার হস্তে লিখিত শেষ কথা কৃতজ্ঞতার বচন ভাব অন্তেষ্ঠিক্রিয়ায় প্রকাশ করতে অক্ষম। আজ তাঁর পারলোকিক দুঃখমুক্তি ও নির্বাণ লাভে পুণ্য প্রবাহের হেতু উৎপন্ন হোক এজন্য নিজ বাড়ীতে অষ্ট উপকরণসহ সঙঘদান সম্পাদিত হয়।

করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হউক।

প্রিয় বড় বৌদি রানু চৌধুরী স্বর্গবাসী হউক।